

ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে যারা সত্যের শহীদ

নুরুজ্জামান মানিক

ভূমিকা: আমার শ্রদ্ধেয় লেখক ও গবেষক ড. অভিজিৎ রায় এর আগ্রহ-উৎসাহ আর তাগিদে এই রচনার জন্ম । এটি মুক্তমনা, সাতরং এবং সচলায়তন বাংলা ওয়েবসাইটে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ সময় যারা এই লেখাটি পড়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন , মন্তব্য করেছেন (বিশেষত হাসান মোরশেদ, মাহবুব লীলেন , জামাল আবেদিন ভাস্কর, ফারুক ওয়াসিফ, তীরন্দাজ প্রমুখ) তাদের সকলেরই নামে উৎসর্গিত এই রচনা ।

অনেকে এ লেখায় ধর্ম অবমাননার গন্ধ পাবেন, পেতে পারেন ইসলাম বিদ্বেষের আলামতও । তবে এ রকম ভুলভাবে এ প্রবন্ধ পাঠ করলে বিপদ । ইসলামের ইতিহাস থেকে মন্দ ঘটনাগুলো দেখানো এই রচনার উদ্দেশ্য নয় , বরং বস্তুনিষ্ঠভাবে ইতিহাস তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য । সে জন্যই নির্ঘাতন এবং নিপীড়নের অজস্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পাশাপাশি এ প্রবন্ধে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিক সভ্যতায় মুসলমানদের অবদানের কথা ।

এই রচনার জন্য কালগত বিবেচনায় এসেছে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী যা মুসলিম জাতির ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত । এ সময় তাদের প্রতিভার বিভিন্নমুখী অগ্রগতি সাধিত হয় এবং নানামুখি চিন্তার বিকাশ ঘটে । কাদরিয়া , মুতাজিলা, আশারিয়া ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ গড়ে এই সময়ে । এই সময়েই সুফিবাদ এবং মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স এর উত্ পত্তি ও বিকাশ ঘটে । দর্শন -বিজ্ঞান চর্চায় প্রভুত উন্নতি সাধন করে মুসলিম জ্ঞানীগণ । রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতায় (বিশেষত আব্বাসীয় খেলাফত) গড়ে উঠেছিল মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান । আবার ঐ রাষ্ট্রই বাঁধা হয়েছিল মাঝে মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের প্ররোচনায় । শেষ প্রতিক্রিয়াশীলদের জয় হয়েছিল এবং তাদের প্রভাবে মুসলিম জগতে জ্ঞানের আলো নিভে গিয়েছিল । মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান , সুফিবাদ এবং মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স এর বিকাশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল কাদরিয়া আর মুতাজিলা মতবাদের । তাই এই রচনার শুরুতেই আছে তাদের কথা । তার পর্যায়ক্রমে এসেছে দার্শনিক , ইমাম আর সুফিদের কথা ।

ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ " বিরুদ্ধ/ভিন্নমতের অবলম্বীদের দমন এর জন্য "রাফ্ট" , "শাসক " , "প্রতিষ্ঠান" , " সামন্তবাদী সমাজ" , এর সবচেয়ে প্রাচীন ও কার্যকর অস্ত্র । এরা তাদের স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার বা অপব্যবহার করেছে ।

মুসলিম জাতির ইতিহাসে প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল বৈকি তবে তা' তত মারাত্মক নয় যতটা ছিল তথাকথিত আধুনিক ইউরোপে । তথাকথিত ধর্মদ্রোহ /নাস্তিকতার অপরাধে আশুনে পুড়িয়ে হত্যা করা সেখানে মামুলি ব্যপার ছিল । হাইপেশিয়া, গ্যালিলিও কিংবা ব্রনোদের ভাণ্ডে কি জুটেছিল তা আমরা সবাই জানি । ধর্মদ্রোহ /নাস্তিকতার দায়ে যাদের মুরগি জবাইয়ের মত হত্যা করা হয়েছে তারা সবাই নাস্তিক আসলেই ছিলেন এমন ভাবলে মারাত্মক গলতি হবার অবকাশ । ইউরোপে প্রথমে "খ্রীস্টধর্মী " হওয়াটাই ছিল "মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ " এবং সে অপরাধে বহু খ্রীস্টধর্মীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে কিন্তু অভিযোগ ছিল "ধর্মদ্রোহ /নাস্তিকতা" আবার স্বয়ং খ্রীস্টধর্মীরাই যখন ক্ষমতায় আসল তখন তারাই ভিন্নমত অবলম্বীদের বিরুদ্ধে ফরমানের পর ফরমান এবং ১২৩৩ সালে গঠন করে "ইনকুইজিশন " । গোটা ইউরোপ জুড়ে শিকলের মত বিছানো হয়েছিল অসংখ্য ইনকুইজিশন । সে এক বিরাট ইতিহাস । সে সব নিয়ে এ বইয়ের অন্যান্য অনেক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন বিজ্ঞ লেখকেরা । আমার লেখাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে অধ্যায়ের অন্যান্য লেখাগুলোর সম্পূরক হিসেবে দেখবার অনুরোধ রইলো ।

এখানে " মুসলিমদের সাথে ইহুদি বা খ্রীস্টধর্মীর বিরোধ নয় " আসেনি এমনকি স্রেফ " আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা" নয় , নয় " মুমেন বনাম কাফের " , দ্বন্দ্ব চিন্তাগত -দর্শনজাত আর " রাস্ট্রের ভূমিকা" তার ক্ষমতায় থাকার কায়মি স্বার্থজাত । প্রগতিশীলতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা দিয়ে শুধু বিচার করলে চলবে না, এর ভিতরের রাজনীতিও বুঝতে হবে । খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মদ্যপ হতে তার ঈমান বাধ সাধেনি কিন্তু মুতাজিলাদের কিংবা প্রথম আরব দার্শনিক আল কিন্দীকে মেনে নিতে বাধ সেধেছে । মুসলিম শাসকদের "ইমাম বুখারি বা ইমাম আবু হানিফা"র উপর নিষাতন যদি ইসলাম হয় আর তার কথা বলা যদি "ইসলামের ইতিহাসের মন্দ দিক " তুলে ধরা হয় তবে আমার কিছু বলার নেই । জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ এর মতে, আমরা "ইসলামের ইতিহাস " হিসেবে যা পড়ি সেগুলি "ইসলামের ইতিহাস" নয় বরং "মুসলিম শাসক বা রাজা বাদশদের ইতিহাস " ।

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই , এ জাতীয় রচনা ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না । প্রাসংগিক এমন অনেক চিত্তক /মনীষীর কথা বাদ পড়ে গেছে , যাদের কথা বললে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত । আবার যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের প্রসংগে হয়ত কোন্ তথ্য বাদ পড়ে গেছে যার দরুন রচনার অংগহানি ঘটেছে । আমার এটাও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই , এ জাতীয় রচনা প্রনয়নে যে পরিমান ভাষা দখল , অধ্যয়ন ও গবেষণা দরকার তা আমার নেই । এই রচনায় বেশ কিছু পুস্তক ও আন্তর্জালিক সূত্র থেকে অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য নিয়েছি , অসংকোচে তাদের কথাও উদ্ধৃত করেছি ।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় আরবেরা প্রায় পাচশ বছর একচ্ছত্র আদিপত্ত বজায় রাখতে পেরেছিল, অন্ধকার ইউরোপে তারাই জালিয়েছিল আলোকবর্তিকা কিন্তু খোদ নিজেরাই চলে গেল আধারে । এই পরিবর্তনে যদি আমাদের আপত্তি না থাকে তবে

কোন কথা নেই কিন্তু আমরা যদি সেই স্বর্নযুগে সত্যি ফিরে যেতে চাই তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না "জ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই " ।

ক) স্বাধীন ইচ্ছা ও মুতাযিলা মতবাদ মতবাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডিত/ নির্ধাতিতপণঃ

ইসলামের ইতিহাসে স্বাধীন ইচ্ছা মতবাদ (Free Will Thought) এর সাহসী প্রচারের প্রথম ব্যক্তি হচেছন **মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি** । এই মতবাদ যখন ঘোষিত হয়, তখন ছিল উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিক । এই সময়টা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক । উমাইয়াদের নেতৃত্বে দেশে তখন অত্যাচার ও নির্মম রক্তপাত চলছিল । স্বাধীনচেতা আরবগণ এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে রাষ্ট্রের নিকট নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাবি করলেনঃ

তোমরা কেন এই বর্বরোচিত কাজ কর?

এসব কি ইসলাম বিরোধী নয়?

তোমরা কি মুসলমান নও?

রাষ্ট্রের উত্তর ছিল : "আমরা যা করি , তার জন্য আমরা দায়ী নই । আল্লাহই সব কিছু করেন । ভালমন্দ তারই ক্ষমতা ।"¹

ইতিহাস রচয়িতারা উল্লেখ করেন, মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি একদিন তার সাথী হযরত **ওয়ালিদ ইবনে আতাকে** সাথে নিয়ে বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী **হযরত হাসান আল বাসরি** (রাঃ)এর নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ " হে আবু সাইদ ,যেসব শাসক মুসলমানদের রক্তপাত ঘটায় এবং বলে যে তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ কতৃক সাধিত হয় ।" এ কথার প্রতিউত্তরে হাসান (রা ।) জবাব দেন " আল্লাহর শত্রু ,তারা মিথ্যাবাদি ।"² এরকম পরিস্থিতিতে মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি বলেন, "মন্দ বা অসৎ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী । এগুলো আল্লাহর উপর আরোপ করা উচিত নয় । " তার এই মত " কদর

মতবাদ” নামে পরিচিত। মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি প্রকাশ্যে এই মতবাদ প্রচার করেন। এই কারণে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের (৬৮৫-৭০৫) নির্দেশে হাজ্জাজ কর্তৃক তাকে হত্যা করা হয় ৬৯৯ সালে,মতান্তরে ৭০০ সালে।³ মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানির পর দামেস্কের **গায়লান ইবনে মুসলিম** অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেনঃ " প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে সত্ কাজে অনুপ্রানিত করা এবং দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকা।" তার এই প্রচার ছিল উমাইয়া শাসকদের স্বার্থ পরিপন্থী।⁴ এই কারণে খলিফা ইবনে আবদুল আজিজের (৭১৭-৭২০ খ্রি) কাছে তাকে ধরে আনা হয়। সে জনসম্মুখে তার ভুল স্বীকার করে কিন্তু খালিফার মৃত্যুর পরে , সে আবার "স্বাধীন ইচ্ছা মতবাদ" এর শিক্ষাদান শুরু করে। এর পরের খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক(৭২৪-৭৪৩ খ্রি) তাকে গ্রেফতার করেন,বিচার করেন এবং হত্যা করেন।⁵ এই মতবাদের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন **আল জাদ ইবনে দিরহাম**। যে স্বাধীন ইচ্ছা মতবাদ কে কেবল সমর্থনই করেনি, বরং গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর দর্শন অনুযায়ী কোরআনের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা পুনঃঅনুবাদ করার চেষ্টাও করেন। এই কারনে উমাইয়া গভর্নর তাকে বরখাস্ত করে তার শিক্ষকতা পেশা থেকে।⁶ সে তখন কুফায় পালিয়ে যায়, যেখানে সে তার ধারণা ত্রমাগত উপস্থাপিত করতে থাকে এবং অনুসারি জোগাড় করতে থাকে। উমাইয়া গভর্নর খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ তাকে জনসম্মুখে ৭৩৬ সালে হত্যা করেন। কিন্তু তার প্রধান শিষ্য **জহম ইবনে সাফফাওয়ান**, তিরমিজ এবং বলখে তার গুরুর মতবাদকে প্রচার করতে থাকে। উমাইয়া গভর্নর নাসের ইবনে সাইইয়ার তাকে ৭৪৩ সালে হত্যা করেন।⁷

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , স্বাধীন ইচ্ছা মতবাদের মা'বাদ আল জুহানী কে হত্যার মাধ্যমে তার দর্শন স্তব্ধ হয়ে যায়নি, বরং একই বছরে অর্থাৎ ৬৯৯ সালে (হি ৮০) দু'জন প্রখ্যাত মনীষী আভির্ভূত হন নতুন মতবাদ নিয়ে (**মুতাযিলা মতবাদ** বলে পরিচিত)। এই দু'জন হলেন ওয়াসিল বিন আতা ও আমর বিন ওবায়দ। মুতাযিলাগন ছিলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী সম্প্রদায়। তারা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে জ্ঞানের যথার্থ উঁস মনে করতেন। স্বাধীন ইচ্ছা ও ন্যায়পরায়নতা ছাড়াও তারা তাদের ব্যাখ্যায় আরো গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ বক্তব্য সংযোজন করেন। খলীফা ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ প্রকাশ্যে মুতাযিলা মতবাদ সমর্থন করেন। ৭৪৯ সালে উমাইয়াদের পতনের পর তারা আব্বাসীয়দের উদার সমর্থন লাভ করে। খলিফা মনসুর ছিল আমরের বন্ধু।

খলিফা আল মামুনের রাজসভায় তারা স্থান পান । তারা আল মামুন , আল মুতাসিম ও আল ওয়াতিক -এই তিন জন খলিফাকে প্রভাবিত করেছিলেন । তাই তাদের রাজত্বকালে রক্ষনশীল ধর্মবেত্তাদের উৎসাহিত করা হয়নি । কিন্তু খলিফা মুতাওয়াকিলের ক্ষমতায় আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে মুতাযিলাদের দুর্দশা শুরু হয় । তারা ‘ধর্ম বিরোধী’ হিসেবে নিন্দিত হন এবং তাদের গ্রন্থাবলী আগুনে ভস্মীভূত করা হয় । উল্লেখ্য , মুতাযিলাদের সম্পর্কে আমরা যে সব তথ্য জানি, সেগুলি তাদের সমর্থকদের বরাতে নয়, সমালোচকদের মাধ্যমে ।⁸

খ) নির্যাতিত দার্শনিকগণ:

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী হল মুসলিম জাতির ইতিহাসে স্বর্ণযুগ । এ সময় তাদের প্রতিভার বিভিন্নমুখী অগ্রগতি সাধিত হয় । তারাই ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞান , দর্শন ও গবেষণার অগ্রদূত । তারা গ্রীক দর্শন আয়ত্ত্ব করেন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করে ইউরোপের রেনেসার দ্বার উন্মুক্ত করেন । আধুনিক দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাসে মুসলিম দার্শনিকদের অবদান অনস্বীকার্য । মধ্যযুগের টমাস একুইনাস , ডন স্কেটাস , দাল্তে, রজার বেকন, ডেকার্ট , হিউম , স্পিনোজা'র ন্যায় দার্শনিকদের উপর তাদের প্রভাব প্রতিভাত হয়েছে । তবে , মুসলিম দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা ও ইউরোপের রেনেসা তথা আধুনিক সভ্যতায় তার প্রভাব নিয়ে লেখা বর্তমান রচনার লক্ষ্য নয় ,বিধায় এখানেই ইতি । মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে মোটাদাগে কয়েকটি কথা বলতেই হয় :

ক) রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতায় (বিশেষত আব্বাসীয় খেলাফত) গড়ে উঠেছিল মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান ।

খ) সর্বকালের মত, মুসলিম দার্শনিকদের বুদ্ধিবাদী উদ্যোগ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ (!) ও ধর্ম বিরোধী (কুফুরী) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । ফলে, তারা প্রশংসা না পেয়ে বরং শিকার হয়েছেন নানা নিগ্রহ -নির্যাতনের ।

গ) মোল্লাদের প্ররোচনা , ষড়যন্ত্র ও প্রভাবে রাষ্ট্র বা সরকার "রাস্ট্রের শান্তি" বজায় রাখার নিমিত্তে কিংবা "জনগণের ধর্মানুভূতিতে আঘাত" দেওয়ার অজুহাতে তাদের উপর বিরূপ ব্যবহার করেছেন ।

ঘ) "মুতাজিলা" সম্প্রদায় ও "ইখওয়ানুস সাফা " প্রতিষ্ঠানের মারফত মুসলিম চিন্তাধারা বিকশিত হয় কিন্তু একথাও সত্য , মুক্তবুদ্ধি চর্চাকারী মুতাজিলাদের প্ররোচনায় খলীফা আল মামুন মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে মুতাজিলা মতবাদ গ্রহণ করতে প্রথম "মিহনা" (inquisition) স্থাপন করেন এবং তখনই মুতাজিলা সম্প্রদায়ের সমাধি রচিত হয় । আর সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় "ইলমুল কালাম " যার প্রভাবে ইসলামে দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা ব্যহত হয় । ইসলামে "ইলমুল কালাম " এর আদি নায়ক ছিলেন **ইমাম আবুল হাসান আল আশ আরী** আর একে পূর্ণতা দান করেন হুজ্জাতুল ইসলাম বলে খ্যাত **ইমাম আল গাজ্জালী** ⁹ । যুক্তিবাদিতা (Rationalism) ও ধর্মবাদিতার (Patristicism) দ্বন্দ্ব শেখোক্ত মতেরই জয় হয় । ইসলামের ইতিহাসে এর পরিনতি সম্পর্ক সৈয়দ আমীর আলী'র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন : "আবুল হাসান আল -আশআরি ও আহমদ আল গাজ্জালীর প্রভাবে যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিমুখ অবস্থার সৃষ্টি হয় , তার সঠিক বর্ণনা দেয়া অসম্ভব । আল বিরুনীর 'আল আসার উল বাকীয়া ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পণ্ডিত-সম্পাদক ডক্টর স্যাচাউ কয়েকটি কথায় বেশ সুন্দরভাবে বলেছেন যে , ' **আল -আশ আরী ও আল গাজ্জালী না জন্মালে , আরবরা কেবল গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনের জাতি হতো ।** ' বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরুদ্ধে প্ররোচনায় এবং ধর্মতত্ত্ব ও শরীয়ত ব্যতীত অন্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন অপ্রয়োজনীয় এরূপ নির্দেশ দানে এ দু'জন মুসলিম মনীষী অন্য সকলের চেয়ে মারাত্মকভাবে মুসলিম জগতের প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন" ¹⁰ ।

ঙ) অতঃপর এই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাবে মুসলিম জগতে জ্ঞানের আলো নিভে যায় । ১১৫০ সালে বাগদাদের খলীফা মুস্তানযিদের আদেশে ইবনে সিনার দার্শনিক রচনাবলী ও "ইখওয়ানুস সাফা" রিসালাগুলো সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলা হয় । ১১৯২ সালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ ও চিন্তক আল রুকন আল সালাম নাস্তিক হিসেবে নিন্দিত হন এবং তার সমস্ত রচনা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয় । আরব থেকে বিতাড়িত হলেও দর্শন - বিজ্ঞান তথা মুক্তবুদ্ধির চর্চা আরও কিছুকাল চলেছিল আন্দালুসীয় দার্শনিকদের হাতে

(যেমন, ইবনে বাজা, ইবনে রুশদ) কিন্তু সেখানেও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব যখন বেড়ে উঠল তখন আর সারা মুসলিম জাহানে মুখ্যত দর্শন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার আর কোন অস্তিত্ব রইল না । ¹¹

চ) এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রথম ও শেষ মহান মনীষী ছিলেন যথাক্রমে আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩) ও ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮) ।

মোল্লাদের দ্বারা কিংবা তাদের প্ররোচনায় রাষ্ট্র দ্বারা কিংবা রাজনৈতিক কারণে কিংবা স্রেফ ঈর্ষাবশত মুসলিম দার্শনিকদের ইসলামের নামে হত্যা ও নির্যাতনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া হলঃ

◆ প্রথম আরব দার্শনিক **আল কিন্দি** (৮০১ মতান্তরে ৮০৩-৮৭৩ খ্রীঃ) ছিলেন দর্শন, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, পদার্থ, চক্ষুবিজ্ঞান, আবহাওয়াবিদ্যা, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মেসী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী । দর্শনে নব্যপ্লেটোবাদ ও পিথাগোরীয়বাদ এর প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল এবং মুসলিম ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেকালের প্রগতিশীল মুতাজিলাবাদ এর প্রতি তার অনুরাগ ছিল । তার রচনাবলী/গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৬৫/২৭০ । দূর্ভাগ্যবশত, তার অল্পসংখ্যক গ্রন্থই বর্তমানে বিদ্যমান । আল কিন্দি অনুদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরিস্তটলের "মেটাফিজিক্স", টলেমীর ভূগোল এবং প্লোটিনাসের "এন্থিয়ার্ডস" উল্লেখযোগ্য । ¹² তার কিছু কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ক্রেনোনার জেরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয় । তাতে করে আল কিন্দি'র রচনাবলী মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তাকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করে । বারশতকের টমাস আকুইনাস পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের উপর আল কিন্দি'র মূলতত্ত্ব (Basic Principles) এর একাধিপত্য ছিল । ¹³ সুনিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের জন্য তিনি দর্শনে গাণিতিক পদ্ধতির সমর্থন করেন । কিন্দি'র এই সুপারিশ আমাদের আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক ডেকার্ট'র কথা মনে স্মরণ করিয়ে দেয় । আল কিন্দি'র জ্ঞানবিষয়ক মতবাদ হল- ইন্দ্রিয় (Senses) বা কল্পনার (Imagination) দ্বারা জ্ঞান পরিবাহিত হয় । কল্পনা হচ্ছে, ইন্দ্রিয় ওপ্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী শক্তি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধুনা কান্ট (১৮০৪) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ ও

প্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কল্পনাকে ভেবেছেন বলে ধারণা করা হয় কিন্তু বর্তমানে কার্ট এর ধারণাটি মৌলিকতার প্রশ্নের সম্মুখীন কারন এ বিষয়টি আমাদেরকে Lord Kames (1782) , Muratori (1750) এবং পরিশেষে এডিশন এ নিয়ে যায়। কিন্তু এ বিশেষ কৃতিত্ব বস্তুত আল কিন্দি'র নিকট যায় যিনি কার্টের নয় শতাব্দী পূর্বে এ মতবাদের সুস্পষ্ট রূপায়ন করেন।¹⁴ শারীরিক আলোকবিজ্ঞানে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ তার জন্য রজার বেকন এর প্রশংসার বানী নিয়ে আসে। উইটলো (Witelo) সহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যান্য চিন্তাবিদ তাদের স্থায় মতবাদের চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।¹⁵ আল কিন্দি সংগিত বিষয়েও গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং সাতটি গ্রন্থ রচনা করেন।¹⁶ কারমারের মতে, সংগিত এর উপর তার রচনাবলী প্রায় দু'শতাব্দী ধরে পরবর্তি লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।¹⁷ আল কিন্দি আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন, আল মুতাসিম ও আল ওয়াতিকে'র পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি বহু চেষ্টাকরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।¹⁸ কিছুকাল বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার দার্শনিক মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা সমাজের মনপুত না হওয়ায় চাপের মুখে তাকে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিতে হয়¹⁹। মুহাম্মদ ও আহম্মদ নামক দু'জন ঈর্ষাপরায়ন ব্যক্তির কুৎসা রটনার প্রেক্ষিতে খলিফা মুতাওয়াক্কিল এর আদেশ মোতাবেক 'কুফর/ধর্মদ্রোহিতা' অভিযোগে আল কিন্দিকে বেদায়াত দ্বারা শাস্তি দেয়া হয় এবং তার গ্রন্থাগারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।²⁰ খলিফা মুতামিদের আমলে তিনি পরলোকগমন করেন।

❖ যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আলকিন্দি'র সমগোত্রিয়দের সবাই ছিলেন কমবেশী সংশয়বাদী বা অজ্ঞাবাদি। এ সংশয়বাদীদেরই এক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় আল কিন্দির বিশিষ্ট **শিষ্য আহমদ বিন আল তায়েব সারাখশি**'র চিন্তায়। সারাখশি ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা আল মুতামিদের গৃহশিক্ষক। ৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিন্দিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। যতদূর জানা যায়, তিনি যুক্তিবাদী, ধর্মতত্ত্ব ও জ্যামিতিতে পারদর্শী ছিলেন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সারাখশি খলিফার সান্নিধ্য ও আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু (আল বিরুনীর মতে) তিনি

তার সংশয়কে শুধু খলিফার সাথে একান্ত আলাপেই সীমিত রাখেননি, প্রকাশ করেছিলেন তার বিভিন্ন গ্রন্থে ।²¹

❖ আন্দালুসীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম আসে তিনি হলেন আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া **ইবনে বাজা** । বলা হয়ে থাকে , দর্শনে মৌলিক অবদান রাখতে পারতেন এমন দার্শনিক ইবনে বাজা । সাহিত্য, গনিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন , চিকিৎসাশাস্ত্র , সঙ্গিত প্রভৃতি বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ছিল । ‘হাই ইবনে ইয়াখ্যান ’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা ইবনে তোফায়েল তাকে সানন্দে ওস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং জ্ঞানলাভ করেন । ইবনে বাজা চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যামিতি, রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান , জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন এবং সঙ্গিত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় টলেমির কোন কোন ধারণার সমালোচনা করেন এবং ইবনে তোফায়েল ও আল বিতরুজির জন্য পথ তৈরি করেন । উল্লেখ্য, বিতরুজীর টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদের সমালোচনা কোপার্নিকাসকে সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ প্রচার করতে উৎসাহিত করে । সঙ্গিতের উপর তার রচনা পাশ্চাত্যে বহু প্রশংসিত হয়²² । তবে, দার্শনিক হিসেবেই পাশ্চাত্যে তার খ্যাতি বেশী । তিনি আরিস্তটলের ভাষ্য করেন এবং নিজেও কয়েকখানা মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন । তন্মধ্যে ‘তদবির উল মুতাওয়াহহিদ ’ গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ । হিব্রু ভাষায় এটির আজও অস্তিত্ব পাওয়া যায় । আল ফারাবীর থেকে এক ধাপ উর্দে উঠে তিনি মত প্রকাশ করেন "খাটি দর্শনের সঙ্গে প্রত্যাডিষ্ট ধর্মের (ইসলামের) সামঞ্জস্য হতে পারে না । " বলা বাহুল্য, তার এসব মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল মৌল্লাদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে । এ সময় তিনি মরক্কোর আল মোরাভিড এর দরবারে উযির হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন । এখানে তাকে নাস্তিকতাবাদের²³ অভিযোগে বিষ প্রয়োগে হত্যা²⁴ করা হয় ।

❖ আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূতদের আরিস্তটলের প্রতিভার সাথে পরিচিত করে ইউরোপীয় মানবতাকে অনূর্বর পাণ্ডিত্যাভিমান এবং ধর্মতত্ত্বের গোড়ামির পক্ষাঘাতদুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তি সংগ্রামে যিনি

অপরিমিত প্রেরনা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন, তিনি হলেন সুধীশ্রেষ্ঠ আবু আল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ **ইবনে রুশদ**²⁵ (১১২৬-১১৯৮)। তিনি দর্শন, গনিত, আইনবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, ফেকাহ, যুক্তিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ষাটের বেশী। দর্শনের উপর রচিত গ্রন্থ প্রায় আটশটি²⁶। তার দর্শনের গ্রন্থসমূহকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায় -ক) আরিস্ততলের ভাষ্য খ) পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সমালোচনা (গ) স্বরচিত মৌলিক গ্রন্থাবলী।²⁷ ইবনে রুশদই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, একবার কারো বসন্ত হলে, তার আর কখনো এ রোগ হবে না। তিনিই সর্বপ্রথম চোখের পর্দার গঠন গুরুত্ব ও তার ক্রিয়ার উপর বিশদ আলোচনা করেন। ইবনে রুশদ তার বন্ধু ইবনে তোফায়েল অনুরোধে আরিস্ততলের উপর ভাষ্য রচনা করেন। এ জন্য তিনি সত্যিকার অর্থে 'ভাষ্যকার'²⁸ শিরোনামে ভূষিত হন এবং মধ্য ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দান্তে তার 'ডিভাইন কমেডি' (La divina commedia)তে তাকে ইউক্লিড, টলেমি, হিপোক্রেটাস, ইবনে সিনা (আভিসিনা) এবং গ্যালেন এর সাথে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে আরবীতে রচিত তার মেটাফিজিকার বৃহত ভাষ্য পাওয়া যায়, এটি বাওয়াজেস কর্তৃক সম্পাদিত। অবশ্য, ল্যাটিন বা হিব্রু অনবাদও পাওয়া যায়²⁹। ইউরোপের দর্শন ইবনে রুশদের মাধ্যমে আরিস্ততল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। গিলসন যথার্থই বলেন :“ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্যযুগীয় দর্শনের জনপ্রিয় ধারণা গঠনে এভারোজের

চেয়ে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট ব্যক্তি খুবই স্বল্পসংখ্যক ছিলেন-এটা এখন ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত³⁰।” তার প্রধান পদ্ধতি আরিস্ততলীয় হলেও, তিনি বিভিন্ন উঁস থেকে গৃহিত ভাবের -প্রভাবের দ্বারা এ পদ্ধতি (জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবার প্রণালী) কে নতুন রূপদান করেন। তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে তার নিজস্ব দর্শন পরিব্যক্ত হয়েছে, যথাঃ ফসল, কাশজ এবং তাহফুত গ্রন্থে। ইবনে রুশদের 'কুল্লিয়াত' গ্রন্থটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আইনবিজ্ঞানে তার 'বিদায়েত আল মুজতাহিদ' উল্লেখ্য। আমরা জানি, ইমাম আল গাজ্জালি 'দার্শনিকদের অসঙ্গতি' গ্রন্থে দার্শনিকদের তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন এবং বিশটি অভিযোগে তাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন³¹। ইবনে রুশদ প্রতিটি অভিযোগ খণ্ডন করেন।

এভাবে তিনি বিজ্ঞানের পথ সুগম করেন। ধর্ম রক্ষার্থে আল গাজ্জালি অনিচ্ছাকৃতভাবে বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, মুসলিমগণ আল গাজ্জালিকে ‘ইসলামের কর্তা’ (Authority of Islam) বলে অনুসরণ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিজ্ঞান পাঠে অমনযোগী হয়ে উঠে। এমতাবস্থায়, ইবনে রুশদ বিজ্ঞান সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং মধ্য ইউরোপ তার প্রদত্ত বিজ্ঞানবিধি অনুসরণ করে চরম সফলতা অর্জন করে³²। তিনি একইসাথে “ছদ্ম বিজ্ঞান” প্রত্যাখ্যান করেন। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল সব রকম মানবীয় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধী। ইবনে রুশদ বিশ্বাস করতেন, নারীরা সর্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ এবং তিনি তাদেরকে সমরক্ষত্র, সমাজে, রাষ্ট্রে, জ্ঞানবিজ্ঞানে পুরুষের সমান অধিকার দানের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি আরবী, গ্রীক ও আফ্রিকার নারীযোদ্ধার বহু উদাহরণ দিয়েছেন; সংগিতে নারীর অসামান্য উৎকর্ষের উল্লেখ করেছেন এবং দাবী জানিয়েছেন যে, নারীকে যদি পুরুষের মতো সুযোগ দেয়া হয় ও সমান শিক্ষাদান করা হয়, তাহলে তারা স্বামীর মতো, ভ্রাতার মতো সমান দক্ষতা দেখাতে পারে।³³ আল মোরাভিদ আল মোহাদ্দেস এর আমলে তিনি মারাকাশে বিতাড়িত (১১৪৭) হন। আবু ইয়াকুব যখন আমির হন, তখন তাকে রাজ চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। আবু ইয়াকুবের মৃত্যুর পর খলিফা আল মনসুরও ইবনে রুশদের সাহচর্যে কাটাতেন। তার খ্যাতি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অধ্যায়ের ভূমিকাতেই বলা হয়েছে, আধুনিক সভ্যতায় আরবদের মৌলিক দান আছে। আর তা’ হল ‘সংশয়বাদ’। ইউরোপে সংশয়বাদের প্রাথমিক ইতিহাসে বেনামিতে প্রকাশিত ‘তিন ভন্ড’ (Tribus Impostorus) বেশ উচ্চ স্থান দখল করেছিল। এতে মুসা, যীশুখ্রীষ্ট আর মোহাম্মদ (সাঃ)-এই তিনজনকে ‘ভন্ড’ বলা হয়েছিল। সেই কলঙ্কময় গ্রন্থের রচয়িতা বলে সন্দেহ করা হয় সম্রাট ফ্রেডারিক অথবা ইবনে রুশদকে³⁴। এদিকে, প্রতিদ্রিয়াশীল মোল্লারা তাকে কাফির, নাস্তিক হিসেবে কুঁসা রটানো শুরু করে, সাধারণ লোকও মোল্লাদের প্রচারে তাকে কপট/মুনাফিক ভেবে তার উপর ক্ষেপে উঠে। খলিফা অনন্যোপায় হয়ে তাকে কর্ডোভার লুসিনিতে নির্বাসন দেন। মোল্লারা এতটুকু সাফল্য অর্জন করে যে, তারা ইবনে রুশদকে শুধু নির্বাসন দিয়েই সন্তুষ্ট হয়নি, তার গ্রন্থগুলিকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। দর্শন ও দার্শনিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আইন জারি করা হয়³⁵ এবং আন্দালুস ও মারাকুশে সর্বত্র তা’ প্রচার করা হয়। অবশ্য খলিফা তার ভুল বুঝতে পেরে ইবনে রুশদকে মারাকাশে ফিরিয়ে আনেন এবং পূর্বপদে বহাল করেন। কিন্তু তার স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে পড়েছে। মারাকুশে আসার কয়েক মাস পরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (১০ ডিসেম্বর ১১৯৮)।

ইবনে রুশদ (রাজার বেকনের মতে, যিনি প্রকৃতির দ্বার উদঘাটন করেছেন) কে চরম অপমান,নির্যাতন ও নির্বাসনের পরিনতি সম্পর্কে রেডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের পুরোধা, লেনিন -স্টালিনের সহকর্মী কমরেড এম এন রায়েব বক্তব্য দিয়ে এই অধ্যায়ের ইতি টানছি -“তিনি এসেছিলেন ইসলামের সংস্কৃতির ইতিহাসের এক ঘোরতর সঙ্কটকালে। দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত সংস্কৃতি উন্নতির চরমে পৌঁছেছিল আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রগতির পথ রোধ করার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছিল। মুসলিম সংস্কৃতি যে ধবংসের পথে এগিয়ে গেল সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না।.....পাঁচশ বছর ধরে ইসলামের চিন্তাধারার যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ ফলাফলের মর্ম নিবন্ধ করতে গিয়ে ইবনে রুশদ যখন তার এই উগ্র বিপ্লবাত্মক মতবাদের কথা বললেন যে, বিচারবুদ্ধিই সত্যের একমাত্র উৎস তখন মোল্লাদের চাপে পড়ে কর্ডোভার সুলতান আল মনসুর ধর্মের কর্তৃত্বাভিমাণে এই ধর্মবিরোধী মতামতের জন্য নরকাগ্নির ভয় দেখিয়ে বের করলেন রাজানুশাসন। ইসলাম যখন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অস্বীকার করলো তখনই শুরু হল তার অবনতি।.....বহুশত বছরের স্বাধীন চিন্তার আবাসভূমি যে কর্ডোভার রাজসভা, সেখান থেকে ইবনে রুশদ হলেন বিতাড়িত। যুক্তিবাদ কে ধর্মদ্রোহিতা বলেই মনে করা হল।.....কালক্রমে প্রতিক্রিয়ার জয় হল এমন নিরঙ্কুশভাবে যে, গোড়া মুসলমানদের চোখে দর্শন হয়ে দাড়াইল অধার্মিকতা, অসাধুতা ও পাপাচারের সামিল।.....ইবনে রুশদ তার নিজের দেশবাসীর দ্বারা অস্বীকৃত হলেন বটে কিন্তু ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যারা তারাই দিল তার মাথায় সম্মানের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে। বিশ্বাস আর বুদ্ধির মধ্যে, অজ্ঞতা, স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীন চিন্তার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বাধল, দ্বাদশ থেকে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে যা দিল ইউরোপকে টলিয়ে আর ক্যাথলিক চার্চের ভিতমূলকে কাপিয়ে; তা’ আরব দার্শনিকদের শিক্ষা থেকেই করেছিল অফুরন্ত প্রাণরস সংগ্রহ। চারশ’ বছর ধরে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তা জগতে প্রভাব বিস্তার করেছে ইবনে রুশদ আর রুশদবাদ³⁶।

গ) নির্ধারিত যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ :

প্রচলিত অর্থে যিনি নামাজে নেতৃত্ব দেন , তিনি ইমাম । কিন্তু এখানে "ইমাম" হিসেবে যাদের কথা বলা হবে, তারা এই অর্থে ইমাম ছিলেন না যেমন , ইমাম বুখারী (রঃ) , ইমাম মনসুর হাল্লাজ (রঃ) । আব্বাসীয় খেলাফতকালে প্রথমে "ইমাম" উপাধির প্রচলন হয় । ইসলামী আইনের স্কুল তথা সুন্নি মাজহাবের³⁷ প্রধানদের "ইমাম " হিসেবে অভিহিত করা হয় , যেমন ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শাফী (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) , ইমাম হাম্বল (রঃ) প্রমুখ । শিয়া মাজহাবে "ইমাম" বিশেষ অর্থ বহন করে । শিয়া মতানুসারে, আধ্যাতিক শক্তি ব্যতিরেকে কেউ ইমাম হতে পারে না এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জামাতা হযরত আলী রাঃ এর উপর উত্তরাধিকার সুত্রে বর্তায় । আল্লাহর এই পবিত্র নূর লাভ করায় ইমাম একইসাথে নিষ্পাপ ও সমস্ত দোষের উর্ধ্বে এবং এই নূর উত্তরাধিকার সুত্রে পিতা থেকে পুত্রে গড়ায়³⁸ ।

গৌরচন্দ্রিকা দিলাম , এখানে যাদের কথা বলব, তাদেরকে আমরা যেন আমাদের পাড়া মহল্লার মসজিদের পেশ ইমাম বা নামাজে নেতৃত্বদানকারীর সাথে গুলিয়ে না ফেলি ।

আজ সারা মুসলিম জাহান যে সকল মহান ইমামদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে , যাদের ফতোয়া /আইন (সুন্নি/শিয়া মাজহাব) কিংবা যাদের সংকলিত হাদিসের উদ্ধৃতি (যেমন ,ইমাম বুখারী রঃ কৃত বুখারী শরীফ) ছাড়া আমাদের আলেম -ওলামা-মুফতি-মুহাদ্দেস-পীর মাশায়েখদের ওয়াজ সম্পন্ন হয় না , আসুন একটু দেখে নেই ,তাদের উপর কিরূপ আচরন করেছিল রাষ্ট্র কিংবা আলেম সমাজ ।

আমাদের পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজাত মোবারক রয়েছে যে শহরে সেই মদীনার পথে দেখুন **ইমাম মালিক (রঃ)** এর হাত পা বেঁধে মারছে খলিফার সৈন্যরা ,মুচরে মুচরে শরীর থেকে তার হাত ভেঙ্গে ফেলেছে । এর পর চলে যান অন্দকার কারাগারে ,যেখানে **বন্দী ইমাম শাফি (রঃ) আর ইমাম হাম্বল (রঃ)** । দেখুন তাদের উপর কি নিষ্ঠুর অত্যাচার হচ্ছে । ঐ দেখুন , ইমাম নাসায়ী (রঃ) কে যেন খুন করে গেল ।³⁹ আর ইমামুল আজম বলে খ্যাত, বিশিষ্ট তাবেয়ী , মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রের প্রবক্তা, স্বাধীন চিন্তা সমর্থক **ইমাম আবু হানিফা** কে কুফার কাযীর পদ গ্রহনে অস্বীকৃতির জন্য খলিফা আল মনসুর আদেশে

প্রকাশ্যে ১১ দিন ধরে প্রত্যহ ১০ ঘা মারার পর তাকে ছাড়া হয়। কিন্তু খলিফার দুঃশাসন ও হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা থেকে ইমাম সাহেবকে বিরত রাখা যায়নি। তাই, খলিফা ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং কারাগারেই বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করান⁴⁰। খলিফা আল মনসুর বিষ প্রয়োগে আরো হত্যা করেন রসায়ন শাস্ত্রের জনক জাবীর ইবনে হাইয়ান এর ওস্তাদ মশহুর আলেম **ইমাম জাফর সাদেক(রঃ)** কে⁴¹। খলিফা হারুনুর রশীদের আদেশে চার বছর জেলখানায় বন্দী থাকাকালীন সিদ্দিক ইবনে শাহিক বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন **ইমাম মুসা কাজেম** কে ৭৯৯সালে⁴²। খলিফা আল মামুন বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন **ইমাম রেজা (রঃ)** কে ২৬ মে ৮১৮ সালে ইরানের তুস নগরে⁴³।

বিশ্ববরেন্য মুহাদ্দেস, কোরআনের পরই সবচেয়ে বেশি পঠিত বিগ্গ গ্রন্থ⁴⁴ আল জামেউস সহীহ (সহীহ বুখারী) এর সংকলক, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল **আল বুখারী** (৮০৯-৮৬৯) কে বৃদ্ধাবস্থায় ধর্মদ্রোহ (কুফুরী) এর অভিযোগে মোল্লাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে (যে আন্দোলনের পেছনে স্বয়ং গভর্নরের হাত ছিল) আজীবন নির্বাসনদণ্ড দেন বুখারার গভর্নর খালিদ ইবনে আহমদ জহলি⁴⁵। ইমাম সাহেব বুখারী থেকে বহিস্কৃত হয়ে বয়কন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হন কিন্তু সেখানেও তার বিরুদ্ধে অপপ্রাচার চলতে থাকে⁴⁶। তখন তিনি সমরখন্দবাসীদের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে সমরখন্দের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পশ্চিমধ্যেই বখরতঙ্গ নামক নিভৃত পল্লীতে নিকট আত্মীয় গালীব ইবনে জিবারিলের গৃহে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন⁴⁷। এমতাবস্থায় সমরখন্দবাসীদের পক্ষ থেকে উপর্যপুরি দরখাস্ত আসার প্রেক্ষিতে তিনি তথায় যাবার মনস্থ করেন, কিন্তু পরে জানতে পারলেন বুখারায় তার বিরুদ্ধে ছড়ানো বিদ্বেষের অগ্নিশিখা সমরকন্দকেও গ্রাস করেছে⁴⁸। ইমাম বুখারী দু'হাত তুলে প্রার্থনা করলেন : "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও-এ দুনিয়া আমার জন্য ছোট হয়ে গেছে⁴⁹।" পরে সমরখন্দবাসীগণ তাদের ভুল বুঝতে পেয়ে ইমাম সাহেবকে তথায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করলে তিনি মোজা ও পাগড়ি পরিধান করে দু'ব্যক্তির কাখে ভর করে সওয়ারীর উপর আরোহনের জন্য অগ্রসর হন কিন্তু ১৫/২০ কদম অগ্রসর হয়েই বললেন : "আমাকে ছেড়ে দাও, আমার দুর্বলতা বেড়ে চলেছে"। কিছুক্ষন পরেই নিভে গেল ইমাম বুখারী (রঃ) এর প্রাণ প্রদীপ⁵⁰। দিনটি ছিল ২৬৫ হিজরির ঈদুল ফিতরের পবিত্র দিন রোজ রোববার⁵¹।

ঘ) নির্ধারিত সুফিগণ :

ইমাম মনসুর হাল্লাজ ⁵² সুফিবাদের ⁵³ ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত মনীষী এবং "সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি শহীদ" ⁵⁴ বলে পরিচিত । সুফি পথপরিভ্রমার চূরান্ত পর্যায়ে তিনি ঘোষণা করেন 'আনাল হক ' অর্থাৎ 'আমি সত্য ' ⁵⁵ । তিনি বলেন 'আমি সত্য, কেননা আমি সত্য কর্তৃক অসত্য বলে বিবেচিত হইনি ⁵⁶ ।' বস্তুত, হাল্লাজ তন্মায়ারস্থায় 'আমিই সত্য' যখন উচ্চারণ করেন, তখন এক বলিষ্ঠ ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করেন । এই অনুভূতির মধ্যে তিনি আল্লাহর সাথে একাত্বতা অনুভব করেছেন ⁵⁷ ।

যা হোক , তার এই উক্তি ধর্মবিরোধী (কুফুরী) বলেই বিবেচিত হল ⁵⁸ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা দাবী করলেন বিচারের । ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় , সরকারী আইনজীবী তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন কিন্তু অন্য একজন আইনজীবী হাল্লাজের পক্ষ সমর্থন করেন এ যুক্তিতে যে, মরমী উক্তি কে প্রচলিত আইনের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না । ৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাকে গ্রেফতার করে বাগদাদের বিশেষ আদালতে হাজির করা হয় । উক্ত আদালতে তাকে ফাতেমীদের একজন কারামাতীয়া এজেন্ট সাব্যস্ত করে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় ⁵⁹ । উজির হামিদের নির্দেশ ও মালিকী কাজি আবু উমার সমর্থিত একটি ফতোয়ার বলে ৭ মাস মামলা চলার পর মনসুরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ⁶⁰ । আনাল হক ('আমিই সত্য' বা আমিই খোদা) ঘোষণার পেছনে হাল্লাজের নিজস্ব ব্যাখ্যা বা দর্শন ছিল কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা কিংবা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তার কোন বক্তব্য আমলে নেননি , তারা তাকে হত্যা করেন বেদ্রাঘাত, পীড়ন , অঙ্গচ্ছেদন, শিরোচ্ছেদন ও অগ্নিসংযোগে ⁶¹ ।

হাল্লাজের পর স্পেন দেশীয় বিখ্যাত সুফি দার্শনিক শায়খুল আকবর ⁶² মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী ⁶³ (১১৬৫-১২৪৩ খ্রী) সুফী মতবাদকে পূর্ণতত্ত্ব দর্শন সমন্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন ⁶⁴ । তার দার্শনিক মতবাদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-১) ওয়াহদাতুল ওজুদতত্ত্ব , ২) প্রজ্ঞাতত্ত্ব , ৩) জ্ঞানতত্ত্ব এবং ৪) ধর্মতত্ত্ব । ⁶⁵ ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহদাতুল ওজুদ ' এ আশারীয়াদের সার্বিক দ্রব্য সম্পর্কীয় মতবাদ, হাল্লাজীয় দর্শন ও নব্য প্লেটোবাদীদের এক সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে । মুতাজিলা,

আশারিয়া, কারামাতিয়া, ইখয়ানুস সাফা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত।⁶⁶ মৃত্যুর ৫ বছর পূর্বে স্বপ্রস্তুতকৃত গ্রন্থতালিকায় দেখা যায়, ইবনুল আরাবীর গ্রন্থ সংখ্যা দু'শ উননব্বই এ উঠে। তারপর তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন।⁶⁷ তন্মধ্যে দেড়শত পান্ডুলিপি রক্ষিত আছে⁶⁸। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল ফতুহাতুল মক্কীয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি বর্তমানে চারটি সুবৃহৎ খন্ডে ও পাচশত ষাটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়⁶⁹। তার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'ফুসুল উল হিকাম'। এটি ২৭ টি অধ্যায়ে লিখিত এবং প্রত্যেকটি অধ্যায় একজন নবীর নামের শিরোনামায় উল্লেখিত।⁷⁰ এই গ্রন্থে সুফিবাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে⁷¹।

ইবনুল আরাবী ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে সংসার বিরাগী সুফী জীবন অবলম্বন করে জন্মভূমি স্পেন ত্যাগ করে হজব্রত পালন ও দেশভ্রমণে বের হন⁷²। তবে, হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেও তিনি সরাসরি মক্কায় না গিয়ে মিশরে যান এবং সেখানে প্রায় বছরখানেক বাস করেন⁷³। মিশরে তিনি তার নিজ সুফী দর্শন প্রচার করতে থাকেন। তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, মধুর ব্যবহার, পান্ডিত্যপূর্ণ কাব্য রচনা ও সুললোলিত বয়ানের ফলে অসংখ্য শিষ্য জোটে। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা তার উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠে। মোল্লাদের চাপে কায়রোর তৎকালীন শাসক প্রথমে তাকে কারারুদ্ধ করেন, পরে দেশ থেকে বহিস্কার করেন⁷⁴।

উপসংহার

আগেই বলেছি যে, সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতায় নিমজ্জিত ছিল সেই মধ্যযুগে আরব মনীষীরাই। মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বাধীন চর্চা তথা এক বর্ণাঢ্য দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রচনা দ্রুতে সক্ষম হয়েছিল এবং সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত জ্ঞানকান্ডের রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছিল। আবারও এটাও লক্ষণীয় যে, শুরুতেই প্রগতি আর প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে এসেছে নানা ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক, মজহাব বা সুফিবাদ। দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত সংস্কৃতি

উন্নতির চরমে পৌঁছেছিল আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রগতির পথ রোধ করার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছিল আর ইবনে রুশদের পর থেকে মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি স্তব্ধ হয়ে যায় ।

এই অধপতনের কারণ -১) আল আশারী ও আল গাজ্জালীর সজ্ঞাবাদের জয় , ২) পরবর্তি শাসকদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাও পৃষ্ঠপোষকতা দানে অনাগ্রহ । জ্ঞান ব্যক্তির বিলাস হতে পারে কিন্তু রাস্ট্রের জন্য অপরিহার্য - এই সত্য যতদিন পর্যন্ত জাগ্রত ছিল ততদিন পর্যন্ত আরব বা মুসলিম চিন্তা বিকশিত হয়েছে ; ৩) বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে স্থায়ী দেশসমূহ ধংসের মুখে পতিত হয় , গনহত্যা সাধিত হয়, বই -পুস্তক-গ্রন্থাকার পুড়িয়ে ফেলা হয় , শিক্ষাঙ্গন বন্ধ করে দেয়া হয় , এমতাবস্থায় ধর্মপরায়নগণ মরনী সাধনায় নিয়োজিত হন । এই অবস্থা চলতে থাকে সতেরো শতক পর্যন্ত । অবশ্য এই অবক্ষয়ের যুগেও আবির্ভাব ঘটে ইবনে খালদুন এর মত মৌলিক চিন্তাবিদে । তকলিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ উঠে ইমামা তাইমিয়ার কঠে (যার জীবনের সিংহভাগ কেটেছে কারাগারে এবং মৃত্যুও কারাগারে) । আরো যে সকল চিন্তাবিদ দ্বারা দার্শনিক ঐতিহ্যকে সজিব রাখা হয় তাদের মধ্যে কাতেবি, সিরোজি , হিলি , ইম্পাহানি, সিরাজি, জিলি, সরহিন্দ প্রমুখ । আঠারো শতকের মুসলিম চিন্তার ভুবনে সুচিত হয় এক নতুন উদ্যম । আরব -তুরস্ক -ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে শুরু হয় মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও অনুশীলন , রচিত হয় ধর্মতাত্ত্বিক সংস্কার আন্দোলনের । এই আন্দোলন সুনির্দিষ্ট রূপ ও বিকাশ লাভ করে মিশরের জামাল উদ্দিন আফগানী (১৮৩৯-৯৭) ও আবদুল (১৮৪৯-১৯০৫) , উপমহাদেশে সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) , আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) ও মাওলানা আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) প্রমুখ আধুনিক ধর্মবেত্তা ও দার্শনিকের চিন্তায় । এই একই ধারা বাংলাদেশে বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) ও আবুল হাশিম (১৯০৫-৭৪) প্রমুখ বরেন্য চিন্তাবিদে রচনায় ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করা যেতে পারে ১৯২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী ঢাবি এলাকায় আত্মপ্রকাশিত আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজি আনোয়ারুল কাদির , আবুল ফজল প্রমুখের 'ঢাকা মুসলিম সমাজ 'কেন্দ্রিক 'বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন' এর কথা যাদের মুখপাত্র 'শিখা'এর শ্লোগান ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ , বুদ্ধি যেখানে আরষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব ' । এদের এক সভায় কবি নজরুল বলেছিলেন -

'বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে । এতদিন আমি মনে করতাম আমি একাই কাফের , কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে , মৌ আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতকগুলি গুনি ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের । আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সাক্তনা আমি চাইনা ।'

স্বাভাবিকভাবেই 'আস্ত কাফের'রা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতার সম্মুখিন হয়েছেন । ১৯২৯ সালের ৮ ই জানুয়ারি আহসান মঞ্জিলে এক বিচার সভায় আবুল হুসেনকে 'স্বীকারোক্তিপত্র লিখতে বাধ্য ' করতে আমরা দেখেছি (ইনকুইজিশনের সামনে গ্যালিলিওর আত্মসমর্পন এর পুনারাবৃত্তি) ।

এই একুশ শতকে আমরা কতটা এগিয়েছি ? আমরা কতটা ভোগ করছি চিন্তার স্বাধীনতা ? আজ আমরা ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, আল রাজী, ইবনে বাজা, ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি , গর্বির্থাই হই তাদের অবদানে কথা জেনে আবার একি সাথে আমরাই আজকের ওমর খৈয়াম কে চাপাতি দিয়ে কুপানোর জন্য প্রস্তুতি নেই । কাফের নাস্তিক নলে মুখে ফেনা তুলা হত যেই কবি নজরুল ইসলামের নামে আজ তিনিই আমাদের জাতীয় কবি 'মুসলমানদের গর্ব ' । এই বিপরিতর্কী আচরন থেকে আমরা কি পারিনা বেরিয়ে আসতে ? যে ধর্মের আসমানি কিতাবের প্রথম আয়াত 'পড়', মহানবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বানী আছে 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ ' কিংবা 'জ্ঞানার্জনে সুদূর চীন দেশে যাও' সেই ধর্মের অনুসারি হিসেবে আমরা জ্ঞান -বিজ্ঞান তথা মুক্তবুদ্ধি চর্চা ত্যাগ করে কতটা এগিয়েছি বা পিছিয়েছি সেই হিসাব মেলানোর সময় কি এখনো আসেনি ? আমরা হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতের কথা কি ভুলে গেছি যখন খলিফার কাছে প্রকাশ্যে জবাব চাওয়া হত খুতবার সময় ? আত্ম সমালোচনা করতে আমরা কবে শিখব ? "সব দেশেই সব কালে নতুন চিন্তা শাসক এবং প্রচলিত ধর্মের রোষানলে পড়ে কারণ নতুন চিন্তা সব সময়ই শাসকদের জন্য হুমকি " এই প্রতিপাদ্যকে কি আমরা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারিনা ?

টিকা ও তথ্যসংকেত:

1. Saeed Sheikh, Studies in Muslim Philosophy,1962, page-3)
2. মুসলিম দর্শন :চেতনা ও প্রবাহ,আবদুল হালিম,বাংলা একাডেমী ,ঢাকা,১৯৯৮,প-৫১)
3. Asqalaanee, Ahmed ibn 'Alee Ign Hajar al-,Tahdheeb at-Tahdheeb, Hyderabad, 1325-7,Vol 10, Page225 এবং মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন,আমিনুল ইসলাম ,১৪৯৯৫,বাংলা একাডেমী ,ঢাকা,প-৮২
4. আবদুল হালিম ,প্রাগুক্ত .
5. Sharrastanee,Muhammad ibn'abdul Kareem ash-,Al-Milal Wa'l-Nihal,Beirut,Darr-al-Marifah,2nd Edition,1975,Vol-1,Page 30.
6. Ibn al Hanbal,Ahmad, Ar-Radd 'alaa al-Jahmeeyah,Riyadh,Darr al Liwaa,1st Edition,1977,Page- 41-43
7. Sharrastanee, ibid,Page-46
8. আল মাসুদিঃ মুরজা আল দাহর, বারবিয়ার ডি মিনার্ড প্যারিস কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৬১-৭৭, খন্ড ৬, পৃ ২২, শিবলী নুমারী : মাক্কালাত ই শিবলিমতেবা মারিফ ,আযমগর ,১৩৭৫/১৯৫৫, খন্ড ৫ ,পৃ২২ ,আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত ,পৃ৮৫ , ড রশিদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা , পৃ৩০৭)
9. http://satrong.org/content/religion/Imam_Al_Gazzali_NM.pdf
10. Syed Ameer Ali, Spirit of Islam, Appendix III, London 1946.
11. আবদুল মওদুদ :মুসলিম মনীষা , ঢাকা ১৯৭০, প-১৬-১৭
12. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত , প-১২৬
13. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, প-৪৩-৪৪
14. Sharif M M: Muslim Thought, Its Origin and Achievements, London, 1954, Page 79.
15. আবদুল হালিম ,প্রাগুক্ত , প-?
16. Sharif M M: A History of Muslim Philosophy, Vol 1, Wiesbaden, 1963 ,Page 428.
17. H. G. Farmer, A History of Arabian Music to the 13th Century ,London 1929.
18. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত , প-১২৬
19. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, প-৪৩

20. Sharif M M: A History of Muslim Philosophy, ibid., Robert L. Arrington [ed.] *A Companion to the Philosophers* , Oxford, Blackwell ,2001, Peter J. King *One Hundred Philosophers* New York, Barron's ,2004
21. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত , প-১৩৫
22. H. G. Farmer, ibid, Page 222.
23. কোন কোন মুসলিম জীবনীকার ইবনে বাজাকে নাস্তিক বলে অভিহিত করতে কুর্চিৎ হননি । দেখুন, ইবনে খাল্লিকান , ওয়াফাত আল ওয়াল , ওস্টেনফিলড সম্পাদিত , পটিনজেন , ১৮৩৫, খন্ড ২, পৃ ৩৭২ ।
24. Al-Qifti, A. (c.1172) *Akhbar al-hukama'* (Information about Wise People), ed. J.Lippert, Leipzig: Maktabat al-Mutanabbi, 1903. (Includes a section on Ibn Bajja's life and works.
25. ইবনে রুশদের জীবন ও রচনাবলীর জন্য দেখুন, রেনান, এভারোজ এট লা এভারোইজম , প্যারিস, ১৮৫২ ; এল এহওয়ালি, ইসলামিক ফিলসফি , কায়রো, ১৯৫৭ , হোয়ারলি , লাইফ এন্ড অব ইবনে রুশদ, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি , কায়রো, ১৯৪৭; আব্বাস মাহমুদ আল আক্বাস ইবনে রুশদ , কায়রো, ১৯৫৩ ; বর্তমান লেখক কৃত , আল্লামা বিজ্ঞানী ইবনে রুশদ, দৈনিক ইনকিলাব, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯.
26. রাহুল সংস্কৃতায়ন , দর্শন -দিগদর্শন , প্রথম খন্ড , ছন্দা চট্টোপাধ্যায় অনুদিত , কলকাতা , পৃ ৮৮
27. ইসলামী বিশ্বকোষ , ১ম খন্ড, ইফাবা, পৃ ১৫০
28. বাওয়েজেসের মতামতও তাই.
29. আবদুল হালিম , প্রাগুক্ত , পৃ ১৬২-১৬৫
30. গিলসন , হিস্তি অব খ্রিস্টান ফিলসফি ইন দি মিডল এজেস , নিউইয়র্ক , ১৯৫৪ , পৃ ১৯
31. http://satrong.org/content/religion/Imam_Al_Gazzali_NM.pdf
32. আবদুল হালিম , প্রাগুক্ত .
33. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯
34. ড. আবদুল কাদের, ইবনে রুশদের দর্শনের প্রভাব, ইফা পত্রিকা , জুলাই-ডিসে ১৯৭৭ ।
35. আল আনসারি কর্ক উল্লেখিত রেনালের এভারোজ এট লা এভারোইজম রাবেয়দা, পৃ ৪৩৯। আবদুল হালিম , প্রাগুক্ত . আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯
36. এম এন রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, শতদল প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ ৫৯
37. http://www.satrong.org/content/religion/Majhaber_utpotti_o_krombikash_NM.pdf
38. সাদ'উল্লাহ , ইসলামে ভিন্নমত ও লড়াই , ঐতিহ্য , ২০০০ ; <http://en.wikipedia.org/wiki/Imam>

39. <http://banglarislam.com/Articles/Sharia/amaderImamera.pdf>
40. আবদুল মওদুদ , প্রাগুক্ত , ২৪
41. http://en.wikipedia.org/wiki/Jafar_al-Sadiq
42. http://en.wikipedia.org/wiki/Musa_al-Kazim
43. http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Raza#Death
44. আল্লামা আইনী ,কাশফুয় যুনুন, ১ পৃ২৬
45. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান ইমাম বুখারী ,ইফাবা,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ৩৯;
<http://banglarislam.com/Articles/Sharia/amaderImamera.pdf>
46. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২
47. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ৪০ এবং মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২
48. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২
49. ড. কফিল উদ্দিন আহমেদ, হাদিস শাস্ত্রের অগ্রদূত ইমাম বুখারী (র:),দৈনিক ইত্তেফাক , ১১ এপ্রিল ২০০৮।
50. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২
51. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ৪০
52. হাল্লাজের জীবন দর্শন ও সুফী সাধনা সম্পর্কে জানতে দেখুন ,L. Massignon, The Passion of Hallaj 4 vol., tr. 1982; E. G. Browne. Literary History of Persia. Four volumes, 1998. ; Herbert Mason. Memoir of a Friend: Louis Massignon. Notre Dame 1983: University of Notre Dame Press.; Jan Rypka, History of Iranian Literature. Reidel Publishing Company. 1968 ;Nicholson R A: The Mystics of Islam , london 1963 , The idea of personality in sufism, london , 1964, Studies in Islmaic Mysticism ,Cambridge 1921, ফরিদউদ্দীন আত্তার , তাজকেরাতুল আওলিয়া (বসানুবাদ) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ,ঢাকা , ১৯৬৩ ।
53. http://www.satrong.org/content/religion/Sufism_NM.pdf
54. সাদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ১১৫
55. See notes no. 52
56. Dr A E Affifi , The Mystical phylosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Sh Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, Pakistan (no date) ,1st edition , cambridge,1938, p15 quoted from Hallaz, Massignon p 62
57. Dr A E Affifi , ibid, p140

58. মো সোলায়মান আলী সরকার, ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দিন রুমি , বাংলা একাডেমি , ঢাকা, জুন ১৯৮৪ , পৃ ৭
59. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮
60. সাদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬
61. আমিনুল ইসলাম , প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮
62. Nicholson R A, Ibid; Idries Shah, The Sufis, New York, 1964 P-137 .
63. http://satrong.org/content/religion/Ibnul_Arabi_NM.pdf
64. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫
65. Dr A E Affifi, ibid.
66. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ ৮
67. আবদুল মওদুদ , প্রাগুক্ত , পৃ ১৬৬
68. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০
69. S A Q Hussani , Ibn al Arabi, P 33 , Madras ,1931 ;Rom Landau , The Philosophy of Ibn Arabi, P31-121 , London 1959)
70. S A Q Hussani, ibid.
71. Nicholson R A, Ibid, P 149-161.
72. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ 29
73. আবদুল মওদুদ , প্রাগুক্ত , পৃ 164
74. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯; আবদুল মওদুদ , প্রাগুক্ত , পৃ ১৬৫

নুরুজ্জামান মানিক : প্রাবন্ধিক , ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিস্ট । ১৯৯০'র দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক (যথা ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, মুক্তকণ্ঠ , যুগান্তর, প্রথম আলো, সমকাল, আমার দেশ ইত্যাদি) সাপ্তাহিক , পাক্ষিক ও মাসিক সাময়িকী সমূহে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-প্রতিবেদন-ফিচার লিখছেন । প্রকাশিত রচনা পাঁচ শতাধিক । লেখার বিষয় বিচিত্র । উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ / কলাম দিয়ে যাত্রা শুরু । বিষয় সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজ । আগ্রহের ক্ষেত্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ । বিজ্ঞান বিষয়ক (বিজ্ঞান, তথ্য -প্রযুক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান -গবেষণা) প্রকাশিত রচনা শতাধিক । ইসলাম , মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে প্রকাশিত রচনা অর্ধশতাধিক । Email: manik061624@yahoo.com